যায়যায়দিন

26 APR 2007

পাহাড়ে শিক্ষার আলো জ্বালিয়েছে পাড়া কেন্দ্র

জিতেন বড়ুয়া খাগড়াছড়ি

খাগড়াছড়ির আটটি উপজেলায় গত ২৪ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ৭৩৯টি পাড়া কেন্দ্র স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এতে পুরো জেলায় প্রায় ৫০ হাজার শিশু প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে।

জানা গেছে, পার্বত্য চট্টগ্রামের অনগ্রসর উপজাতীয় এবং বাঙালি শিশুদের স্কুলগামী করে গড়ে তুলতে ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড দাতা সংস্থা ইউনিসেফের সহায়তায় তিন পার্বত্য জেলায় প্রতিষ্ঠা করে ২,২২৪টি পাড়া কেন্দ্র স্কুল।

খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার গঞ্জপাড়া গ্রামে স্থাপিত একটি পাড়া কেন্দ্র স্কুল সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা গেছে, শিশুদের লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, বিশুদ্ধ পানীয় জল, ক্রীড়া ও সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সচেতনতার শিক্ষা দেয়া হচ্ছে।

পাড়া কেন্দ্রের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পটি শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে জোরালো ভূমিকা রাখছে। প্রতিটি পাড়া কেন্দ্রে একজন করে মহিলা শিক্ষিকা নিয়োগ করা হয়, যিনি এলাকায় পাড়া কর্মী নামে পরিচিত। পাড়া কর্মীকে মাসিক ৭০০ টাকা সম্মানী দেয়া হয়। নিয়োগকৃত কর্মীকে প্রথমে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে স্বাস্থ্য, পুষ্টি, স্যানিটেশন ও পাহাড়ে মিশ্র ফলের বাগান সৃষ্টিসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হয়।

কর্তৃপক্ষ স্কুলের ক্ষুদে শিশুদের বিনামূল্যে বই, খাতা, পেন্সিল প্রভৃতি সরবরাহ করে। পার্বত্য অঞ্চলের অনেক দুর্গম এলাকায় শিশুদের শিক্ষার জন্য কোনো স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সেখানে এসব কেন্দ্র স্থাপনের ফলে শিশুদের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে পাহাড়ের মানুষ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পের উপপরিচালক যায়যায়দিনকে জানান, ১৯৮২ সালে পরীক্ষামূলকভাবে তিন বছর মেয়াদি এ প্রকল্পটি চালু করা হয়। আশানুরূপ সাফল্য পাওয়ায় ১৯৮৫ সালে এর মেয়াদ ১০ বছর বৃদ্ধি করা হয়। সম্প্রতি প্রকল্পটির মেয়াদ শেষ হয়েছে। তবে পার্বত্য অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কথা চিন্তা করে প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সরকারের কাছে একটি সারসংক্ষেপ প্রেরণ করেছে।

সদর উপজেলার গঞ্জপাড়া গ্রামে পাড়া কেন্দ্রের শিক্ষিকা অজিত প্রভা ত্রিপুরা জানান, প্রকল্পটির মেয়াদ শেষ হওয়ায় দরিদ্র অভিভাবকদের মধ্যে হতাশা দেখা দিয়েছে। তিনি বলেন, সরকার যদি এ প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধি করে তাহলে পার্বত্য অঞ্চলের অনেক দুর্গম জনপদের কোমলমতি শিশুরা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা লাভের সুযোগসহ স্বাস্থ্য সম্পর্কে আরো সচেতন হয়ে ওঠার সুযোগ পাবে।